OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 891 - 898
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 891 - 898
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বৌদ্ধযুগে সমাজ ও ধর্মের প্রেক্ষিতে নারীজীবন : ‘থেরীগাথা’ অবলম্বনে একটি পর্যালোচনা

ভাস্বতী বসু
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যা মহাপীঠ
Email ID : bbasu1947@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Buddhist order, almswomen, laywomen, nirvana, Apadana, Paramatthadipani, sangha, spiritual experience.

Abstract
‘Therigatha’ is an anthology of poems composed by the first Buddhist women on their past lives and spiritual experiences on attaining nirvana. Buddha's reluctant permission to found the nuns' order contrasts significantly with the record of early nuns' success, as recorded in the Therigatha. These verses were composed by women from various factions of socio-economic conditions, ranging from members of royal family to brothel. Incapable of bearing the pain they received from the negligence, humiliation and distress in social life, they took refuge in the Buddhist order, though some women joined the order voluntarily being attracted to the asceticism due to their spiritual inclination. This literature work is surprisingly timeless, addressing issues of women's spiritual enlightenment and societal expectations that are still relevant today. The poems in this book provide historical insight into how Buddhism became one of the first religions to welcome women and inspired them for their spiritual attainment. This work is also worthy to be used as the historical document evident for the aspirations and achievements of Buddhist women in the early Buddhism. These poems are relevant forever to study the social, cultural and spiritual progress of women made by themselves following Buddha's teachings. In this paper I have reviewed few verses of Therigatha that are significant for the socio-cultural study of the position of women in early Indian Buddhism and role of Buddhist order in their lives.

Discussion

বৌদ্ধযুগের আদিপর্বে সমাজজীবনে বৌদ্ধসঙ্ঘের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সনাতন ভারতীয় আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণায় ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের মধ্যে মোক্ষই পরমপুরুষার্থ। বৌদ্ধ ভাবধারাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বিপুলাকার বৌদ্ধসাহিত্যে মানবজীবনের বিবিধ সমস্যা ও তার সমাধানের উপযোগী বহু দার্শনিক ও নৈতিক তত্ত্বের সমাবেশ ঘটলেও তার মুখ্য প্রতিপাদ্য দুঃখ হতে চিরমুক্তি। নির্বাণলাভে নির্বাপিত হোক সকল কামনা-বাসনা, আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটুক সকল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 891 - 898
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দুঃখের হাত থেকে - বুদ্ধমার্গের এটিই চরম লক্ষ্য। সিদ্ধার্থ গৌতম জরা-মরণাদি দুঃখকে মানবজীবনের সারসত্য উপলব্ধি করে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। দুঃখমুক্তির জন্য প্রজ্ঞা ও শীলের পথ অনুসরণ করে অন্তিম লক্ষ্য সমাধিতে নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য মধ্যমপন্থ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই তার নির্দেশিত মুক্তিলাভের পথ সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয়ের জন্যই উন্মুক্ত। কিন্তু বুদ্ধযুগের প্রথম পর্বে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নারী-পুরুষের মধ্যে সংসার ত্যাগ করে বুদ্ধ, ধম্ম, সঙ্ঘ - এই ত্রিরত্নের শরণে জীবনযাপনা ও স্বীয় সাধনায় অর্হত্ত্বলাভের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সংঘে যোগদানের উৎসাহ কি কেবল ধর্মের প্রতি অনুরাগবশতঃ নির্বাণ লাভের আকাঙ্খায়, না এর সঙ্গে জড়িত ছিল সংসারজীবনের কোন বাস্তব সমস্যা থেকে মুক্তিলাভের সহজ ও আশু সমাধান – বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের রচিত 'থেরীগাথা'র কবিতাগুলি আমাদের এই প্রশ্নের সম্মুখীন করে। এই নিবন্ধের বিষয় থেরীগাথায় বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের আত্মকথনরূপ কবিতাগুলি অনুসরণে বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভিক পর্বে নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ইতিহাসভিত্তিক অনুসন্ধান। বিষয়বস্তুগতভাবে এই গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। বুদ্ধের জীবদ্দশায় উত্তর ভারতের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক স্তরের নারীরা বিচিত্র কারণে বৌদ্ধসঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের সঙ্ঘপূর্ব অতীত জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে থেরীগাথায়। তাই গ্রন্থখানি ঐ যুগের সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান নির্ধারণের এক ঐতিহাসিক প্রামাণ্যরূপে গণ্য হতে পারে। এই গ্রন্থখানি যে ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল একথা 'যৌদ্ধযুগে নারী জীবন' বিষয়ক প্রাজ্ঞ পন্ডিত ও গবেষকরা সকলেই নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন।

থেরীদের জীবনকাহিনী, ভিক্ষুণী জীবনের অভিজ্ঞতা, স্বয়ং গৌতম বুদ্ধের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাদের অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি ও স্বীয় সাধনায় লব্ধ আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকাশ - এই হল গাথাগুলির প্রধান বিষয়বস্তু। গাথা বর্ণিত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইতিহাসের সন্ধান এই প্রবন্ধের প্রয়াস। কিন্তু প্রথমেই বলতে হয় গ্রন্থখানি যেন স্বয়ং এক ইতিহাস। প্রাচীন মাগধী প্রাকৃত ভাষায় রচিত এই বৌদ্ধসাহিত্য আদতে এক সংকলন গ্রন্থ। মোট ৫২৫ টি শ্লোক (শ্রী ধর্মকীর্তি ধম্মানন্দ, ১৯২৬ অনুযায়ী; শ্রীমতী রীজ ডেভিড্‌স্ এর মতে শ্লোক সংখ্যা ৫২৪ এবং রিচার্ড পিশেল এর মতে তা ৫২২)[১] সম্বলিত ৭৩টি গাথা বা গীতিকবিতার এক সংকলন যার অধিকাংশ গাথা থেরীদের রচনা। 'থেরী' শব্দটি সংস্কৃত 'স্থবিরী' পদ থেকে এসেছে যার অর্থ হল বৃদ্ধা। বৌদ্ধসাহিত্যে জ্ঞানবৃদ্ধা ভিক্ষুণীকে 'থেরী' আখ্যা দেওয়া হয়। যে সব বৌদ্ধভিক্ষুণী অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলনের দ্বারা অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হতেন তারাই 'থেরী'। গৌতমবুদ্ধের জীবিতকালে ভিক্ষুণী সংঘের ৭৩ জন মুখ্য থেরীর মুখ নিঃসৃত আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও জীবনকাহিনীই গাথার আকারে সংকলিত হয়েছে। এক একটি কবিতা বা কবিতাংশ এক একজন থেরীর নাম-চিহ্নত। তবে যাঁরা কবিতাগুলি আবৃত্তি করেছিলেন তাঁরাই সেই কবিতাগুলির রচনাকার কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। এমনকি কবিতাগুলির রচয়িতা মহিলা কবিরাই কিনা এ বিষয়েও পন্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত ও গবেষকের মতে কবিতাগুলি ভিক্ষুণীদেরই রচনা। ব্রিটিশ লেখক ও অনুবাদক শ্রীমতী রীজ ডেভিড্‌স্ বলেছেন, 'কবিতাগুলি যে ভিক্ষুণীদের রচনা নয় এ বিষয়ে প্রমাণ কোথায়?' প্রকৃতিপ্রেমী থেরীদের মধ্যে কবি প্রতিভা থাকাটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। গাথাগুলির অধিকাংশের রচনাকাল গৌতমবুদ্ধের জীবদ্দশার এবং কয়েকটি তাঁর মহানির্বাণের কিছুকালের মধ্যেই রচিত বলে মনে করা হয়। তবে বিশেষত চাপা ও সুন্দরী এই দুই থেরীর গাথা দুটি খুবই প্রাচীন। জার্মান ইন্ডোলজিস্ট রিচার্ড পিশেল এর মতে, -

> "We have reason to suppose that gathas 291-311; 312-337 are very old composition. They Indeed bear the stamp of the oldest Indian akhyana, as described by Oldenberg."[২]

সুতরাং, থেরীগাথা হল ভারতের এক অতি প্রাচীন কাব্য সংকলন যা নারীদের রচিত নারীদেরই কথা।

পালি ত্রিপিটকের দ্বিতীয় বিভাগ সুত্তপিটক এর পঞ্চম নিকায় বা সুত্রসংকলন খুদ্দকনিকায় (ক্ষুদ্রকনিকায়)। খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত গ্রন্থের বিভিন্ন রকম তালিকা পাওয়া যায়। সিংহলী ঐতিহ্য অনুসারে বর্তমান ত্রিপিটকের ক্ষুদ্রকনিকায়ের গ্রন্থ তালিকার অন্তর্গত নবম গ্রন্থ থেরীগাথা। খুদ্দকনিকায়ের যে গ্রন্থগুলি বিশ্বসাহিত্যের ভান্ডারে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদালাভ করেছে থেরীগাথা তাদের অন্যতম। এই গ্রন্থে ৭৩ জন থেরীর নামাঙ্কিত ৭৩টি কবিতায় থেরীরা তাদের অতীত জীবনের ঘটনা, ভিক্ষুণী জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খুদ্দকনিকায়ের ত্রয়োদশ গ্রন্থ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 891 - 898
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অপদান এর অন্যতম অংশ 'থেরী অপদান' এও ৪০ জন থেরীর জীবনচরিত বর্ণিত হয়েছে। সংসার-জীবনে বৈরাগ্য প্রচার ও বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম প্রকাশই থেরীগাথার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ভিক্ষুণীদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখই তাদের আত্মকথায় প্রাধান্য লাভ করেছে। থেরীগাথায় তৎকালীন ভারতের (বিহার ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশ) সমাজব্যবস্থা বিশেষতঃ সমাজে নারীদের অবস্থান ও অধিকারের চিত্র রূপায়িত হয়েছে। থেরীগাথার অন্যতম ইংরাজী অনুবাদক Charles Hallisey গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, "As salt just seems to go with food, the adjective 'first' and the Therigatha seem to go together..."[৩], এটি বুদ্ধের সময়কালে বৌদ্ধদের রচিত প্রথম কবিতা সংকলন গ্রন্থগুলির অন্যতম। যদিও প্রাচীনত্বের দিক থেকে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির সঙ্গে তুলনীয় নয়, তথাপি 'থেরগাথা' ও 'থেরীগাথা'র কবিতাগুলিকে প্রথম ভারতীয় গীতিকাব্যগুলির অন্যতমরূপে মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে বিশেষতঃ ঋক্‌বেদে মন্ত্র রচয়িতারূপে ঋষিকাদের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু বৌদ্ধযুগে রচিত থেরীগাথা ও থেরী অপদানের কবিতাগুলি ভারতে নারীদের রচিত প্রথম কাব্যগুলির মধ্যেই স্থান পায়। কবিরা অনবদ্য কবি প্রতিভায় একাধারে দার্শনিক ও ঐতিহাসিকরূপে নিজেদের প্রকাশ করেছেন এই গ্রন্থে।

মূল্যবান কাব্যগ্রন্থটি একসময় আমাদের দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মাগধী প্রাকৃতে লেখা আদি থেরীগাথা কোথাও পাওয়া যায় না। হয়তো গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের পর বহু প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রের মতো এই গ্রন্থখানিও হারিয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে সম্রাট অশোক কন্যা সঙ্ঘমিত্রার মাধ্যমে মূল থেরবাদী মাগধী ত্রিপিটক শ্রীলঙ্কায় পাঠিয়েছিলেন। সেখানে বইগুলি সিংহলী ভাষায় অনূদিত হয়। শ্রীলঙ্কাতেই পাওয়া গিয়েছিল থেরীগাথা তবে সিংহলীরূপে। শ্রীলঙ্কায় ভিক্ষুণী সঙ্ঘের গোড়াপত্তন ও বৌদ্ধধর্মে নারীদের সমানাধিকারের বিষয়টি প্রচারের জন্য হয়তো ধর্মপ্রচারিকা সঙ্ঘমিত্রার এই গ্রন্থটি নিদর্শন হিসাবে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বইটি মাগধী প্রাকৃত রূপে পুনরায় ভারতবর্ষে ফিরে আসে দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চীপুর অধিবাসী ভিক্ষু ধর্মপাল রচিত টীকাভাষ্যে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে উদান, ইতিবুত্তক, বিমানবত্তু, পেতবত্তু, থেরগাথা, থেরীগাথা ও চারিয়াপিটকের টীকা একসঙ্গে গ্রন্থণা করে ধর্মপাল নাম দিলেন 'পরমত্থদীপনী'। তাঁর 'থেরীগাথা -অট্‌ঠকথা' সিংহলী ভাষায় রূপান্তরিত থেরীগাথার প্রাকৃত রূপ। প্রথমে সিংহলী ভাষার ও পরে তা থেকে প্রাকৃতে রূপান্তরিত বইটির মূল রূপটি যে আর অবিকৃত ছিলনা তা সহজেই অনুমেয়। সিংহলী থেরীগাথায় গ্রন্থাকার বেশ কিছু শ্লোক পুনর্বিন্যাস করেছেন। এর অনেক শ্লোকই 'অঙ্গুত্তর নিকায়' (সুত্তপিটকের চতুর্থ নিকায়) এর ভাষ্য 'মনোরথপুরণী' ও 'থেরী -অপদান' এর শ্লোকের অনুরূপ। যদিও অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় এক থেরীর নামাঙ্কিত গাথা অন্য থেরীর নামে চিহ্নিত হয়েছে। শ্রীমতী রীজ ডেভিড্‌স্ তাঁর 'Psalms of the Sisters' গ্রন্থে এরকম কিছু শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন। Edward Muller এর সম্পাদিত থেরীগাথার টীকাগ্রন্থের মুখবন্ধে Muller থেরীগাথা ও থেরী-অপদানের কবিতাগুলির মধ্যে সাদৃশ্য দেখাবার জন্য একটি তালিকা দিয়েছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে থেরীদের নামে বৈসাদৃশ্য থাকলেও এই তালিকায় উভয় গ্রন্থের ৩৩ জন থেরীর কবিতা ও জীবনকাহিনীর মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। পরমত্থদীপনীর অন্তর্গত থেরীগাথা-অট্‌ঠকথায় থেরীদের জীবনবৃত্তান্ত ও ঘটনার সঙ্গে থেরী-অপদানে বর্ণিত থেরীদের কাহিনী ও ঘটনার প্রভূত সাদৃশ্য রয়েছে। থেরী - অপদানের অনুরূপ ধর্মপাল তাঁর ভাষ্যেও ভিক্ষুণীদের পূর্বাশ্রমের কাহিনী বলতে গিয়ে তাঁদের অসংখ্য পূর্বজন্মের ও সেইসব জন্মে আবির্ভূত কাল্পনিক অতীত বুদ্ধদের উল্লেখ করেছেন। ফুস্‌স, বিপস্‌সি, কাশ্যপ, পদুমুত্তর, বেস্‌সভু, কোণাগমন, ককুসন্ধ, তিষ্য, শিখি, পচ্চেক বুদ্ধ - এমন নানা কাল্পনিক বুদ্ধের সময়ে থেরীরা তাঁদের পূর্বজন্মগুলি অতিবাহিত করে গৌতম বুদ্ধের সময়ে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন। এছাড়াও ভূত, প্রেত, যক্ষ, অপ্সরা, ইন্দ্র, বৃক্ষদেবতা - এমন বহু অতিপ্রাকৃত চরিত্র স্থান পেয়েছে টীকাকারের অট্‌ঠকথায়। এতো কাল্পনিক বিষয়ের বাহুল্যতায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধভাবনার বাস্তব রূপটি লঘু হয়ে পড়ে। তবে টীকাকার মূল গাথাগুলি উপস্থাপনার সময় এসব বাহুল্য বর্জন করেছেন। গাথাগুলিকে শ্লোকের সংখ্যা অনুযায়ী ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর আকারে ক্রমিক বিন্যস্ত করেছেন।

থেরীগাথা ৭৩ জন থেরীর গাথা। এরা মূলতঃ বৌদ্ধযুগের সূচনায় বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত উত্তর-পূর্ব ভারতের মহাজনপদগুলির বিভিন্ন নগরীর অধিবাসী। মগধ, কাশী, কোশল, কুরু এই মহাজনপদগুলির এবং বৈশালী, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, উজ্জয়িনী, সাকেত, দেবদহ, ভারুকচ্ছ, কৌশাম্বী, বারাণসী, মতাবন্তী, সাগল, কপিলাবস্তু - এই নগরগুলির নাম থেরীগাথায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 891 - 898
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাওয়া যায়। থেরীগাথায় নারী চরিত্ররা এইসব অঞ্চলের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক স্তরের প্রতিনিধি। রাজবংশ, রাজকর্মচারী, ধনী অভিজাত শ্রেষ্ঠী, ধনী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ব্যাধ, ক্রীতদাস, গণিকা অর্থাৎ উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সব ধরণের পরিবার থেকে আগত বিচিত্র কারণে সংসারত্যাগী নারীদের জীবনই থেরীগাতথার উপজীব্য। অবিবাহিতা, বিবাহিতা, অপুত্রক, অনাথা, বিধবা, স্বামীপরিত্যক্তা নারীরা কী কারণে কীভাবে ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করেন এবং অন্তরদৃষ্টির অনুশীলনে ব্রতী হয়ে স্বীয় সাধনায় অর্হত্ত্ব লাভ করেন সেকথাই গাথায় বর্ণনা করেছেন। এ গাথা তাদের সাফল্যের উল্লাসগীতি। থেরীগাথা ও অট্ঠকথায় ভিক্ষুণীদের জীবনবৃত্তান্ত থেকে তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে খানিক ধারণা পাওয়া যায়। সীমিত পরিসরের নিবন্ধে ৭৩ জন থেরীর জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করার অবকাশ নেই। তাই যে বিষয়গুলি নারীর সামাজিক অবস্থান নির্ধারণে প্রাসঙ্গিক, গাথা অনুসরণে সেগুলি পরিবেশনা করাই এই নিবন্ধের প্রয়াস।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধযুগের সূচনায় অপেক্ষাকৃত আর্যপ্রভাবমুক্ত পূর্বভারতে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিশেষত মগধ (অধুনা বিহার) ও পূর্ব-উত্তর প্রদেশে এই ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। লোহার যন্ত্র ও পশু সংরক্ষণের উপর নির্ভরশীল নতুন কৃষিপদ্ধতি, পরিবর্তিত কৃষিপদ্ধতিতে উৎপাদনে নতুন উদ্বৃত্তের সৃষ্টি, নতুন নগরীর পত্তন, বিত্তশালী শ্রেষ্ঠী ও গৃহপতি শ্রেণীর উত্থান - এইসব অঞ্চলের মানুষের বাস্তব জীবনের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়সছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের ধর্মীয় জীবনেও পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। পরিবর্তিত ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন যাগযজ্ঞসর্বস্ব বৈদিক ধর্মের স্থলে তাদের জীবনযাত্রার অনুকূল মধ্যমপন্থী বৌদ্ধধর্মের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়। মানুষের জীবনে সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তনে নারীদের জীবনচর্যাতেও যে পরিবর্তন আসবে তা স্বাভাবিক। বুদ্ধযুগের আদিপর্বে নারীদের বাহ্যিক জীবনের তুলনায় অন্তর্জগতের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। জীবনের বাস্তব সমস্যা থেকে মুক্তির পাশাপাশি আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা তাদের নতুন মনোজগতের সন্ধান দেয়। ভিক্ষুণী সঙ্ঘার গাথায় যেন তারই প্রকাশ -

"ত্যজিয়াছি গৃহ, পুত্র, পশ্বাদি সম্পদ,
ত্যজিয়াছি রাগ, দ্বেষ, অবিদ্যা, বিপদ।
সমূলে নাশিয়া যত তৃষ্ণা জীবনের
লভিয়াছি শান্তি আমি আজি নির্বাণের।"[৪]

থেরীগাথার কাব্যিক মূল্য সে যুগের নারীর অনন্য কবি প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। কবিতাগুলি তাদের মননশীলতা ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষের পরিচায়ক। কবিতাগুলি প্রসঙ্গে অস্ট্রিয়ান ইন্ডোলজিস্ট M. Winternitz এর মূল্যায়ণটি যথাযথ। কবিতাগুলি কাব্যিক গুণ ও সৌন্দর্যে ভারতীয় গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির সঙ্গে একই সারিতে স্থান পাওয়ার যোগ্য। তাঁর ভাষায়, -

> "These religious poems which in power and beauty are fit to rank with the best productions of Indian lyric poetry from the hymns of the Rigveda to the lyrical poems of Kalidasa and Amru."[৫]

বৌদ্ধ দর্শনের সারতত্ত্ব ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারেও থেরীদের অবদান উল্লেখযোগ্য। থেরীগাথায় আর্যসত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, অনিত্যতার মতো বৌদ্ধতত্ত্বগুলি যে সহজ ও সাবলীল ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়েছে তাতে বোঝা যায় এর রচয়িতারা ধর্ম ও দর্শনে সুস্পষ্ট জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। ধর্ম-দর্শনের পাশাপাশি গাথাগুলিতে তৎকালীন সমাজজীবনের চিত্রও ফুটে উঠেছে। মহিলা কবিরা একাধারে কবি, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকরূপে এই গ্রন্থে নিজেদের প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধের সমসাময়িককালে শাস্ত্র বা দর্শনচর্চায় নারীদের যে বিশেষ উচ্চ স্থান ছিল এমন বলা যায় না। তবে ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। স্বামীর সহায়িকারূপে ধর্মাচরণ পালন ছিল স্ত্রীর কর্তব্য। থেরীগাথায় দেখা যায় নারীরা সহধর্মিণীরূপে নয়, তারা একক ও স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করছেন নিজেদের মোক্ষলাভের লক্ষ্যে। আধ্যাত্মিক লক্ষ্যপূরণে তাঁরা যে পুরুষের সমানাধিকারী তা তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন। নির্বাণ লাভের বাসনায় সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ অন্তরে উপলব্ধি করে একে একে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামীত্ব, অনাগামীত্ব, অর্হত্ত্ব - নির্বাণের স্তরগুলি অতিক্রম করেছেন। নিজে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে অন্য নারীকে ভিক্ষুনী সঙ্ঘে অভিষিক্ত করার অধিকারী হয়েছেন। মহাপ্রজাপতী গৌতমী, ক্ষেমা, পটাচারা, ধর্মদিন্না,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 891 - 898
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জিনদত্তা - থেরীগাথায় এই ভিক্ষুণীদের যেখা যায় শিষ্যাদের উপসম্পদা করাতে। এরা নিয়মিত ধর্মোপদেশ দান করতেন। শুক্রা ও ধর্মদিন্না এই দুই থেরীকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে নিরতা দেখা যায়। শুক্রা পাঁচশত ভিক্ষুনীকে নিয়ে ধর্মপ্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শ্রীমতী রীজ ডেভিড্‌স্ থেরীগাথায় নারীজীবনের পরিবর্তনের এই দিকটি প্রসঙ্গে বলেছেন, -

> "It affords a very instructive picture of the life they led in the valley of the Ganges in the time of the Gotama the Buddha. it was a bold step on the part of the leaders of Buddhist reformation to allow so much freedom and to concede so high a position to women. But it is quite clear that the step was a great successs and that many of these ladies were as distinguished for high intellectual attainments, as they were for religious earnestness and insight".

ধর্ম ও দার্শনিক ভাবনার পাশাপাশি থেরীগাথায় তৎকালীন সমাজে নারীর বাহ্যিক সমাজ জীবনের চিত্রটিও সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। পুত্রলাভে মোক্ষলাভ পরবর্তী বৈদিক যুগের এই প্রচলিত বিশ্বাস নয়, বরং থেরীগাথায় দেখা যায় পরিবারে কন্যাসন্তান অনাকাঙ্খিত নয়, পুত্রসন্তানের মতোই সে সমাদৃত। শ্রাবস্তীর এক অভিজাত পরিবারের কন্যা উব্বিরী কোশলের ক্ষত্রিয় রাজার (সম্ভবতঃ প্রসেনজিৎ) পত্নী ছিলেন। তিনি এক কন্যার জননী হলে রাজা শিশুকন্যাকে দেখে আনন্দিত হয়ে উব্বিরীকে রাজমহিষী পদে অভিষিক্ত করেন। কন্যার অকালমৃত্যুতে শোকাভিভূতা উব্বিরীকে প্রত্যহ শ্মশানে গিয়ে বিলাপ করতে দেখা যায়। উজ্জয়িনী নগরের ধনশালী বণিকের কন্যা ইসিদাসী তার পিতামাতার অত্যন্ত আদরের সন্তান ছিলেন। থেরীগাথায় এমন একটি ঘটনাও পাওয়া যায় না যেখানে দেখা যায় পিতৃগৃহে কন্যারা পিতামাতার অনাদর ও অবহেলা পেয়েছে। ঐ সময় অবিবাহিত নারীদের পরিবারে যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। তারা পিতৃগৃহে স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকারী ছিলেন। থেরীগাথায় নারীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায় তা হল প্রথাগত ভাবনায় স্ত্রীস্বভাবসুলভ আশা-আকাঙখার পরিবর্তে আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের প্রতি নারীদের আকর্ষণ। হয়তো বুদ্ধ ও বৌদ্ধসঙ্ঘের মহিমা প্রকাশের জন্য এমন অনেক নারীর বৃত্তান্ত সেখানে আছে যারা নিশ্চিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন উপেক্ষা করে স্বেচ্ছায় সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলেন। উত্তমা, অপরা উত্তমা, দন্তিকা, সুমনা, অনুপমা, গুপ্তা, রোহিণী, সুন্দরী, স্বর্ণকার কন্যা শুভা, সুমেধা - এরা সকলেই পূর্বাশ্রমে ছিলেন ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা। এই থেরীরা যৌবনেই বৌদ্ধধর্মে অনুরক্ত হয়ে স্বেচ্ছায় সঙ্ঘে প্রবেশ করেছিলেন। সাকেত নগরের শ্রেষ্ঠী মঞ্জুর কন্যা অসামান্যা সুন্দরী অনুপমার প্রাপ্তযৌবনে বহু রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠীপুত্র তাঁর পাণিপ্রার্থী হলেও তিনি সেসব সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগ্নী সুমনার যৌবনেই সংসারে অনাসক্তি জন্মালেও তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারেননি কারণ পিতামহীর জীবনান্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর সেবা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। পিতামহীর মৃত্যুর পরেই তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করেন।

জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নারীর জন্যই সঙ্ঘের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। তবে ভিক্ষুণীদের সঙ্ঘে প্রবেশের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ বিধি ছিল। ভিক্ষুদের মতোই পীড়িত, উন্মত্ত, হত্যাকারী নারীদের সঙ্ঘে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া সন্তানসম্ভবা ও স্তন্যদায়ী মাতারও অনুমতি ছিলনা এক্ষেত্রে। তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণের নিয়মটি বাধ্যতামূলক ছিল। অবিবাহিতাদের পিতামাতা ও বিবাহিতাদের স্বামীর অনুমতি ছাড়া সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকার ছিল না। তবে অনাথা বা বিধবা নারী নিজ ইচ্ছায় সঙ্ঘে প্রবেশ করতে পারতেন। পিতামাতা অনুমতি না দিলে দৃঢ়সংকল্প কন্যাকে যুক্তির দ্বারা পিতামাতাকে সম্মত করতে দেখা যায়। বৈশালীর বিত্তশালী ব্রাহ্মণকন্যা রোহিণীর পিতা প্রথমে অনুমতি না দিলে তিনি পিতার নিকট বৌদ্ধ শ্রমণদের প্রজ্ঞা, সদাচার ও কর্মতৎপরতা বিষয়ে গুণকীর্তন করলে পিতা অনুমতি প্রদান করেন। মতাবতী নগরের রাজা কোঞ্চের কন্যা সুমেধা বয়ঃপ্রাপ্তা হলে পিতামাতা বারণাবতীর রাজা অনিকরুত্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহের আয়োজন করেন। কিন্তু ধর্মানুরাগী সুমেধাকে গৃহত্যাগের সংকল্প থেকে তাঁরা নিবৃত্ত করতে পারেননি। কন্যাকে সম্প্রদান করার জন্য পিতামাতা অনিকরুত্তকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কক্ষে উপস্থিত হলে সুমেধার উপদেশে সকলেরই তাঁর মতানুবর্তী হন। আবার কয়েকটি গাথায় দেখা যায় অভিভাবকের ইচ্ছানুসারে কন্যারা সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। শাক্য ক্ষেমকের কন্যা অভিরূপনদার সয়ম্বরের দিন তাঁর ঈপ্সিত পাত্র শাক্য যুবক চরভূতের মৃত্যু

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 891 - 898
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হলে পিতামাতা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে প্রব্রজ্যা করান। শ্রাবস্তী নগরের শ্রেষ্ঠীর কন্যা উৎপলবর্ণা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে একাধিক রাজকুল ও শ্রেষ্ঠীকুল থেকে বৈবাহিক সম্বন্ধ আসতে থাকে। কোন একজন পাণিপ্রার্থীর প্রস্তাবে সম্মত হলে অপরদের বিরাগভাজন হতে হবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের ভয়ে শ্রেষ্ঠী কন্যাকে সঙ্ঘে যোগদান করাতে মনস্থ করেন। উৎপলবর্ণা অবশ্য অভিরূপনদার মতো অনিচ্ছায় নয়, সানন্দে পিতার প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন। এই দুই থেরীর বৃত্তান্ত থেকে অনুমান করা যায় অভিভাবকরা অবিবাহিতা কন্যার সুযোগ্য পাত্রের সঙ্গে বিবাহ ব্যতিরিক্ত সঙ্ঘের ভিক্ষুণী হওয়াকে পরিবারের পক্ষে সম্মানজনক বলে মনে করতেন। শাক্যরাজ শুদ্ধোদন ও মহাপ্রজাপতি গৌতমীর কন্যা সুন্দরী নন্দা অভিরূপনন্দার মতো অনিচ্ছায় সঙ্গে প্রবেশ করেন তবে ভিন্ন কারণে। তিনি ধর্মানুরাগী ছিলেন না। কিন্তু গৌতমী, নন্দ, রাহুল, রাহুলমাতা প্রমুখ রাজপরিবারের অনেকেই সঙ্ঘভুক্ত হলে নন্দাও প্রিয় স্বজনদের প্রতি প্রেমবশতঃ সংসার ত্যাগ করেন। বিবাহিত নারীদেরও বিভিন্ন কারণে সংসার ত্যাগ করার কাহিনী থেরীগাথা-অট্ঠকথায় পাওয়া যায়। শ্রাবস্তীর সম্ভ্রান্ত এক পরিবারের বধূ ধম্মা বুদ্ধের ধর্মোপদেশে আকৃষ্ট হয়ে সংসারত্যাগের বাসনায় স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা করলে স্বামী তাতে সম্মত না হওয়ায় স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। বিশাখ নামক বিত্তশালী নাগরিকের পত্নী ধর্মলিন্না সংসারে বিরক্ত স্বামীর অনুগামিনী হয়ে ভিক্ষুণী সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলেন যদিও স্বামী তাঁকে তাঁর ইচ্ছানুসারে প্রভূত ধনসম্পদ নিয়ে পিতৃগৃহে যাওয়ার বা শ্বশুরগৃহে থাকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আবার বর্দ্ধমাতার গাথায় দেখা যায় বর্দ্ধমাতা এমনই ধর্মপ্রাণা ছিলেন যে একদা এক ভিক্ষুর ধর্ম উপদেশ শ্রবণ করে নিজ পুত্রকে এক আত্মীয়ের হাতে সমর্পণ করে সঙ্ঘভুক্ত হন।

কোনো সমাজে নারীর অবস্থান বোঝার জন্য ঐ সমাজে প্রচলিত বিবাহ সংক্রান্ত রীতি-নীতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ। থেরীগাথা ও থেরীগাথা অট্ঠকথায় ভিক্ষুণীদের কাহিনী সে যুগের বিবাহ প্রথা ও নারীদের বিবাহিত জীবনে আলোকপাত করে। ঐ সময় সম্ভবত বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল না। কেননা একাধিক গাথায় দেখা যায় বয়ঃপ্রাপ্তা হলেই পিতামাতা কন্যার বিবাহ স্থির করেছেন। অট্ঠকথায় দেখা যায় সাধারণতঃ অভিভাবকরাই কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন করতেন। কন্যার সুখী ও গার্হস্থ্য জীবনের কামনায় তাঁরা সবর্ণ ও সমমর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতেন। উজ্জয়িনীর ধনী শ্রেষ্ঠীকন্যা ইসিদাসীর সঙ্গে তাঁর সমান মর্যাদাসম্পন্ন সাকেত নগরের এক শ্রেষ্ঠীপুত্রের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। আবার দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা মুক্তার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল এক কুজপৃষ্ঠ ব্রাহ্মণের। শ্রাবস্তীর দরিদ্র পরিবারের কন্যা সুমঙ্গলের মাতার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল এক দরিদ্র ছত্র নির্মাণকারীর। অবশ্য থেরীগাথায় এর ব্যতিক্রমও পাওয়া যায়। যেমন, শ্রাবস্তীর দরিদ্র পরিবারের কন্যা কৃশা-গৌতমীর বিবাহ হয়েছিল বিত্তবান শ্রেষ্ঠীপুত্রের সঙ্গে। বহঙ্কার প্রদেশের ব্যাধপল্লীর কন্যা চাপা তার পিতার আদেশে উপক নামক এক তপস্বীকে বিবাহ করেছিলেন। রাজগৃহের কোষাধ্যক্ষ কন্যা ভদ্রার প্রতি স্নেহবশতঃ কন্যার ইচ্ছায় তস্করের সঙ্গে বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছিলেন। এই কন্যাই হলেন থেরী ভদ্রা কুন্ডলকেশা। আবার শ্রাবস্তীর রাজকোষাধ্যক্ষের কন্যা পটাচারা পিতামাতা বিবাহ স্থির করলে তাঁর প্রণয়ী গৃহ-পরিচারকের সঙ্গে পলায়ন করেন। সে যুগে পুরুষদের মতো নারীদেরও যে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল তার উদাহরণ হলেন ইসিদাসী। তিনি তিনবার বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহিত জীবনে সুখী না হয়ে গৃহত্যাগের সংকল্প করেন। শ্বশুরালয়ে বধূর প্রাত্যহিক গৃহকর্ম, স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়দের প্রতি কর্তব্য ও সেবার একটি চিত্র ইসিদাসীর গাথায় বর্ণিত হয়েছে । তিনি তাঁর শিক্ষানুসারে যথাকর্তব্য পালন করলেও স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হন ও পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। বৈধব্য জীবনে নারীদের আত্মনিপীড়নের কোনো দৃষ্টান্ত থেরীগাথায় পাওয়া যায় না। বরং সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ও ধর্মে অনুরাগবশতঃ তাঁরা স্বেচ্ছায় ভোগবাসনা ত্যাগ করেছেন। তাঁরা কেশ কর্তন, অলঙ্কার পরিত্যাগ, কাষায় বস্ত্র পরিধান, ভিক্ষান্ন গ্রহণ, একাহার, উপবাস- এসবই করেছেন অর্হত্ত্বলাভের বাসনায়, বৈধব্যহেতু নয়।

থেরীগাথায় দেখা যায় নারীরাও ঐ যুগে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থ ও সম্পত্তির অধিকারী হতে পারতেন। পিতার অবর্তমানে কন্যা ও স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী সম্পদলাভের অধিকারী হতেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকাকুল হয়ে পিতা বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করলেন, এমতাবস্থায় সুন্দরী তাঁর মাতাকে সংসার ত্যাগের অভিপ্রায় জানালে মাতা বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁকে ধনসম্পদ ভোগ করতে বলেন। যদিও তিনি ধনসম্পদ ত্যাগ করে মাতার অনুমতি নিয়ে সঙ্ঘে যোগ দেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 891 - 898
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্বামী সংসার ত্যাগ করলে ভদ্রা কপিলানী তাঁর স্বামীর সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি সমস্ত সম্পদ আত্মীয়-স্বজনকে দান করে স্বামীর আনুগামিনী হন। আবার, থেরীগাথায় বেশ কয়েকটি গাথায় দেখা যায় ধর্মে অনুরাগবশতঃ বা নির্বাণলাভের বাসনায় নয়, দৈনন্দিন দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যও নারীরা সঙ্ঘে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে ইসিদাসীর গাথার উল্লেখ করেছি যিনি তিনবার স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকারলাভের ফলে স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা নারীরা নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার একটি উপায়ের সন্ধান পেয়েছিলেন। বিধবা ও অনাথা চন্দ্রা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি চরম দারিদ্র-দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য সঙ্ঘে আশ্রয় নেন। অপর এক থেরী সোণা দশ সন্তানের জননী হয়েও বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের অবহেলায় সংসার ত্যাগ করেছিলেন। স্বামী সংসার ত্যাগ করার পর তিনি তাঁর বিষয়সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে নিজে ধনহীনা হয়ে অল্পকালের মধ্যেই পুত্র ও পুত্রবধূর নিকট লাঞ্ছিতা হন। উব্বিরী, বাশিষ্ঠী, কৃশা-গৌতমী, পটাচারার পাঁচশত ভিক্ষুণী - এরা সকলেই সন্তান শোকে আকুল হয়ে সঙ্ঘের শরণ নিয়েছিলেন। পটাচারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে গৃহভৃত্যের সঙ্গে পলায়ন করেছিলেন। পরে ঘটনাক্রমে একইসঙ্গে স্বামী, দুই পুত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকে উন্মাদিনী হয়ে বিবসনা অবস্থায় পথে পথে বিলাপ করে ঘুরে বেড়ালে বুদ্ধ তাঁকে সঙ্ঘে আশ্রয় দেন।

মুক্তা ও সুমঙ্গলের মাতা - এই দুই থেরীর গাথায় দেখা যায় দরিদ্র স্বামীর সংসারে অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিপীড়ন সহ্য করে সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে তাঁরা সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলেন। মুক্তা তাঁর গাথায় স্পষ্টত বলেছেন তিনি কুব্জ স্বামী পরিত্যাগ করে সুখীই হয়েছেন -

"সুমুক্তা হয়েছে মুক্তা, তিন কুব্জমূর্তি মুক্ত হয়ে,
হইতে নমিত তুমি, উথুনি মুসল-পতি-ভয়ে।
জনম-মরণ মুক্ত আজি আমি বাসনার জয়ে।"[৬]

সুমঙ্গলের মাতা অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হয়ে গাইলেন -

"সুমুত্তিকা মোর নাম। মুসল-মুক্তিকা আমি ওরে!
ছাতাটির মত স্বামী (কি নির্লজ্জ।) আচরিত মোরে;
গেছে সে দারিদ্র মোর, আজি বাঁধা নেই ডোরে।"[৭]

অর্থনৈতিক দিক থেকে নারীরা স্বনির্ভর ছিলেন কিনা, গার্হস্থ্য কর্তব্য ছাড়াও নিজ ইচ্ছানুসারে তাঁরা বৃত্তি গ্রহণ করতে পারতেন কিনা এ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা থেরীগাথায় পাওয়া যায় না। তবে জীবিকা নির্বাহের জন্য দাসীবৃত্তি ও গণিকাবৃত্তি অবলম্বনের কথা পাওয়া যায়। শ্রাবস্তী নগরের শ্রেষ্ঠী অনাথপিন্ডকের ক্রীতদাসী পূর্ণা প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় পেরে প্রভু তাঁকে দাসত্ব হতে মুক্ত করলে প্রভুর অনুমতিক্রমে সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। আম্রপালী, অর্ধকাশী, বিমলা ও অভয়া – এই চারজন থেরীর গাথায় জানা যায় তাঁরা পূর্বাশ্রমে গণিকা ছিলেন। এই রূপবতী বারবণিতারা যে অত্যন্ত সম্পদশালী ছিলেন অর্ধকাশীর গাথায় তার পরিচয় পাওয়া যায় -

"যতখানি কাশী জনপদ - ছিনু ধনী ততেক সম্পদে;
অর্ঘ্যরূপে কাশীবাসী কত শুল্ক সমর্পিত পদে।"[৮]

থেরীগাথার কবিতাগুলি ও অট্ঠকখার ভাষ্য থেকে অনুমেয় বুদ্ধযুগে সংসার জীবনে বৈরাগ্যবশতঃ স্বেচ্ছায় হোক বা পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতার হোক সঙ্ঘে প্রবেশ করে ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণের মাধ্যমে সে যুগে নারীরা এক সম্মানজনক জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন। নিরাপদ আশ্রয়ে ত্যাগ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের চর্চায় মুক্তির আস্বাদ লাভ করেছিলেন। স্বামী পরিত্যক্তা, বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের অবহেলা, গণিকার বার্ধক্যজীবন, গার্হস্থ্য উৎপীড়ন - জীবনের এইসব প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নারীরা সঙ্ঘের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত ও মর্যাদাজনক জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন। বুদ্ধযুগের প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে আধুনিক ভারতের আইনি রক্ষাকবচ কিছুটা স্বস্তি দিলেও নারীজীবনকে সম্পূর্ণ সংকটমুক্ত করতে পারেনি। ভিক্ষুণীদের গাথায় নারীজীবনের যে সব সামাজিক সংকট প্রকট হয়েছে, একুশ শতকের সমাজজীবনেও সে সব সমান প্রাসঙ্গিক।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 891 - 898
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. Hallisey, Charles, 2015, p.xii
২. তপস্বী অলকা, ২০১৬, পৃ. (গ)
৩. Hallisey, Charles, 2015, p.vii
৪. তপস্বী অলকা, ২০১৬, পৃ. ৪৩
৫. তদেব, পৃ. ৭
৬. তদেব, পৃ. ৩৮
৭. তদেব, পৃ. ৪৫
৮. তদেব, পৃ. ৪৬

Bibliography:

চৌধুরী, বিনয়েন্দ্রনাথ, বৌদ্ধ সাহিত্য, মহা বোধি বুক এজেন্সী, কোলকাতা, ২০১৪
লাহা, বিমলাচরণ, বৌদ্ধ রমণী, মহা বোধি বুক এজেন্সী, কোলকাতা, ১৯৯৯
তপস্বী, অলকা, থেরীগাথায় নারীজীবন, মহা বোধি বুক এজেন্সী, কোলকাতা, ২০১৬
শীলভদ্র, ভিক্ষু, থেরীগাথা, মহা বোধি বুক এজেন্সী, কোলকাতা, ২০১৬
সুমনপাল ভিক্ষু, থেরী অপদান (বঙ্গানুবাদ), বোধি-নিধি পাবলিকেশন, কোলকাতা, ২০১৫
Barua, Manmatha Kumar, The Great Ladies in Buddha's Life, Maha Bodhi Book Agency, Kolkata, 2012
Hallisey, Charles, Therigatha - Poems of the First Buddhist Women, Murthy Classical Library of India, Harvard University Press, London, 2015
Barua, Subhra. Monastic Life of the Early Buddhist Nuns, Atisha Memorial Publishing Society, Calcutta, 1997
Murcott, Susan, First Buddhist Women - Poems and Stories of Awakening. Parallax Press, Berkeley, California, 2006
Altekar, A.S, The Position of Women in Hindu Civilization, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 2016
Paul, Diana Y, Women in Buddhism, University of California Press, London, 1985